সরকারি স্কুলে কোচিংবাজ শিক্ষক ৫ শতাধিক ২শ' জনকে শাস্তি

শিক্ষার্থীদের ফাঁদে ফেলে বিদ্যাবাণিজ্য

মুসতাক আহমদ

দেশের শতাধিক সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৫ শতাধিক শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে জড়িত। নানা নীতি ও সরকারি নীতিমালার তোয়াক্কা না করে এসব শিক্ষক কোমলমতি শিক্ষার্থীদের চিনি করে স্কুলে স্কুলে কোচিংয়ের ফাঁদে ফেলেছেন। অভিভাবক ও দুঃস্থ শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, পরিস্থিতি একেবারেই লাগামছাড়া পর্যায়ে চলে গেছে। কোচিংবাজ এই শিক্ষকদের কেউ কেউ শিক্ষার্থীদের ফাঁদে ফেলার উদ্দেশ্যে ফেল করানোর ভয় দেখিয়ে নিজের কাছে পড়তে বাধ্য করছেন। আবার কেউ ভরা ক্লাসে নাড় করিয়ে শিক্ষার্থীদের নানাভাবে ও ভাষায় অপমান-অপদস্থ করে তাদের কাছে 'প্রাইভেট' পড়তে বাধ্য করেন। এভাবেই দুষ্টবুদ্ধির শিক্ষকদের আর্থিকভাবে পুষ্টি করতে শিক্ষার্থীরা কোচিংয়ে ছিটকে পড়ছেন। সরকারের একটি গোয়েন্দা সংস্থার পেশাদারী অনুসন্ধানে এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। ওই অনুসন্ধানী রিপোর্ট মন্ত্রণালয় তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেছে। মাধ্যমিক স্তর জানায়, গোয়েন্দা সংস্থাটির অনুসন্ধানে কেবল পুষ্টির আর ইংরেজির শিক্ষকই নয়, রসায়ন, পদার্থ, জীববিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, সাধারণ বিজ্ঞান, ভূগোল এমনকি শারীরিক শিক্ষা, প্রাকৃতি, ধর্ম, বাংলা, চারুকলা, কারিগরি, কৃষিশিক্ষা, সামাজিক বিজ্ঞানের মতো বিষয়ও কোচিং নিতে হয়। অভিভাবকদের অভিযোগ, প্রাইভেট না পড়লে কোচিং না করলে তাদের সন্তানদের ফেল করানোর হুমকি দেয়া হয়ে থাকে। এর বাইরে ডায়েরি ও খাতায় বাজে মন্তব্য করা, ক্লাসরুমে দাঁড় করিয়ে রাখা, ক্লাসে মনোযোগ না দেয়া, পরীক্ষার খাতায় কম নম্বর দেয়ার নানাভাবে হয়রানি করা হয়। এক কথায় মফস্বলের শিক্ষার্থীদের দেখলে দেখে থাকেন সবগুলি শিক্ষকরা। ফলে কোচিং ছাড়া প্রাইভেট না পড়িয়ে আর কোনও উপায় থাকে না।

শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী জানান, কয়েক মাস আগে তারা একটি গোয়েন্দা সংস্থা থেকে কোচিং করিয়ে থাকেন এমন সব শিক্ষকের তালিকা পেয়েছেন। তার ওপর মন্ত্রণালয় কাজ করে। তিনি বলেন, প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ইতিমধ্যে তারা ব্যবস্থা নিয়েছেন। কোচিং সিন্ডিকেট ভেঙে দিতে প্রায় ২শ' শিক্ষককে বদলি করা হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রতিবেদনটি ছিল শাস্তি : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

শাস্তি : কোচিংবাজ শিক্ষক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরকারি বিদ্যালয়ের ওপর। তাই বেসরকারি বিদ্যালয়ের ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ নেয়া যায়নি। তবে বেসরকারি বিদ্যালয়ের কোনও শিক্ষকের ব্যাপারে অভিযোগ পেলে নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। এক্ষেত্রে তিনি অভিভাবকদের সহায়তা কামনা করেন।

জানা গেছে, প্রাইভেট ও কোচিং বাণিজ্য অনেকটা মহামারীর রূপ ধারণ করায় সরকার ২০১২ সালের ২০ জুন 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা' জারি করে। সংশ্লিষ্টরা জানান, ওই নীতিমালা জারির পর একদিকে শিক্ষকদের বাণিজ্য এখন অনেকটা বৈধ হয়ে গেছে। আর নীতিমালায় কোচিং ও প্রাইভেটের ব্যাপারে যে নির্দেশনা রয়েছে, তার অপপ্রয়োগও হচ্ছে। সারা দেশের শিক্ষার্থীদের অধিকার নিয়ে আন্দোলনকারী 'অভিভাবক ফোরাম'-এর চেয়ারম্যান জিয়াউল কবির দুলু জানান, নীতিমালায় নিজ প্রতিষ্ঠানের বাইরে ১০ জন শিক্ষার্থী পড়ানোর নির্দেশনা থাকলেও বিষয়টি কেউই মানছেন না। এর বাইরে দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য নীতিমালায় বিষয়প্রতি ১৭৫ টাকা করে নিয়ে 'বিশেষ ক্লাস'র নির্দেশনা রয়েছে। এর অপপ্রয়োগ করে এখন ক্লাসের সব শিক্ষার্থীকেই 'দুর্বল' বানিয়ে বিশেষ ক্লাসে বাধ্য করা হয়। আবার নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কোচিং করানোর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। আলাদা বাসা ভাড়া নিয়ে লাগামহীন কোচিং বাণিজ্য চলছে।

এদিকে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খোঁজ নিয়ে অভিভাবক ফোরামের সভাপতির অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে কঠিন আর সহজ বিষয় বলতে কিছু নেই— সব বিষয়েই কোচিং করতে হয়। গোয়েন্দা সংস্থাটি যে ৫ শতাধিক শিক্ষকের প্রোফাইল করেছে, তাতে কোন শিক্ষক কোন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের কোচিং বা প্রাইভেট পড়িয়ে থাকেন, তার বর্ণনা রয়েছে। যেমন— বতিঝিলের সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ধর্ম শিক্ষক মাহফুজিন ইমাম নিজ প্রতিষ্ঠানের ৭০-৮০ জন পড়িয়ে থাকেন। চট্টগ্রামের সরকারি কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা গড়ে ক্লাসের ৬০ থেকে ৮০ ভাগ শিক্ষার্থী পড়ান। এতে গড় পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, বেশির ভাগ শিক্ষকই অন্য প্রতিষ্ঠান নয়, নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদেরই পড়িয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে নীতিমালার ১৬ জনের বালাই নেই। বেশির ভাগ শিক্ষকই নিজ বাসার বাইরে আলাদা বাসা ভাড়া করে নিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছেন। আবার অনেকে স্কুলের ক্লাস রুমেও বাণিজ্যের পসরা মেলেছেন।

জানা গেছে, কোচিংবাজ ওইসব শিক্ষক বিপুল পরিমাণ বিত্তবৈভবের মালিক। এক্ষেত্রে তাদের আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের কোনও সঙ্গতি নেই। অনেকেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় একাধিক বাড়ির মালিক। রয়েছে মোটা অঙ্কের ব্যাংক ব্যালেন্স। গোয়েন্দা সংস্থাটির প্রতিবেদনে দেখা যায়, সারা দেশে ৩২২টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে তারা 'স্যাম্পল' হিসেবে ২০৯টিতে অনুসন্ধান চালান। তাতে মোট ৫০৬ জনকে পাওয়া গেছে, যারা সরকারি নীতিমালা লংঘন করে কোচিং বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন।

জানা গেছে, প্রতিবেদন অনুযায়ী ২ শতাধিক শিক্ষককে বদলি করা হলেও অনেকেই ঘুষ দিয়ে, প্রভাবশালীদের সুপারিশসহ নানাভাবে তদবির করে ফের আগের কর্মস্থলে ফিরেছেন। এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ অধিদফতরের একশ্রেণীর কর্মকর্তা কাজ করছেন। শাস্তিমূলক বদলি হওয়া শিক্ষকদের একজন নিউ গভঃ বালিকা বিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞানের মনিরুজ্জামান। সূত্র ইসলাম, আরিফুর রহমান, সৈয়দ আবদুল মান্নান, খলিলুর রহমান, নুরুল আলম, মোজাম্মেল হোসেন, মুকুল হোসেন কুতুবী, রতন কান্তি দাশ, দেলোয়ার চাপা দেব, শাহনাজ আকতার, গোলাম মোস্তফা চৌধুরী, মেহের নিগার। চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে আবুল কালাম, শহীদুল্লাহ, রেদওয়ানুল বারী, তুষার কান্তি নাথ, জাকারিয়া, শফিকুর রহমান চৌধুরী, আসাদুজ্জামান। সরকারি মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়ে মোস্তফা জাহিদুল হক, মুক্তিবুল আলম চৌধুরী, রেজাউল করিম, জাকির আহমেদ। ডা. খাস্তগীর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শহীদুল্লাহ, শাহনাজ শহীদ, সালমা আক্তার, একএম ইউনুস, জাহেদা খাতুন, অনুপম দাশ। হাজী মুহম্মদ মহসিন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত দাশগুপ্ত। কক্সবাজার জেলায় চকরিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পুলক দাশ। কুমিল্লা জিলা স্কুলে আবদুল হাফিজ। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় সবেরা খোয়াজান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে আনোয়ার হোসেন, ইমদাদ খলিল, মোশাররফ হোসেন খান, দিলরুবা খানম। সুদ্রা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে মনসুর আলী, গাজীউর রহমান, জাকির হোসেন সরকার, গিয়াসউদ্দিন, এফলাসুর রহমান, এবাদুর রহমান, উত্তম কুমার রায়। গভর্নমেন্ট মডেল গার্লস হাইস্কুল আমিনুল ইসলাম, জামালউদ্দিন ভূঁইয়া, কানিজ ফাতেমা, ওয়ালিদ হাসান, অর্জুন চন্দ্র দাশ। চাঁদপুর জেলায় মাতৃপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়ে মামুন, আউয়াল, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, নুরুল ইসলাম, নাজির হোসেন, এবাদুর হোসেন, শাহজাহান, ফজলুল হক, ফেরদৌসী বেগম, নাজমা আকতার, রফিকুল ইসলাম, ইলিয়াস হোসেন, নোয়াখালী জেলার নাইজদী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ইমাম হোসেন, মাজাহারুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম, আবুল কাসেম। নোয়াখালী জিলা স্কুলে আবুল কাসেম, মোহাম্মদ হোসেন, মুকুলুল হুসাইন, বিজানুর রহমান, সাখাওয়াত হোসেন, আবুল কাসেম, মির্জা নাসির, শরীফ, অনিল দাশ, শাহিন, জসিমউদ্দিন। ফেনী জেলায় সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে মুস্তাফিজুর রহমান শিবলু, বেলাল হোসেন। লক্ষীপুর জেলায় সাধাব সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে আবু জাহেদ, জিয়াউর রহমান। খাগড়াছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে জামালউদ্দিন, তবতুষ সাহা, নিখিল কুমার মণ্ডল, এএইচএম মহসিন রেজা খান, কামাল ফারুক, তাপস ভট্টাচার্য, ইউসুফ আলী। খুলনা জেলায় গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল মনিরুজ্জামান, তৈমুর রেজা, ওবায়েদ, নজরুল ইসলাম খান। নড়াইল জেলায় সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে খালিদ হোসেন, জিল্লুর রহমান, জিনাইদহে সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে আবদুল মালেক, সুমিত কুমার, কবীর হোসেন, সালমা বেগম, কবির, আবদুর রজ্জাক, মতিয়ার রহমান, গোবিন্দ কুমার। সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে কবির হোসেন, সাত্তার, শাহিনুর রহমান, কুবু বিশ্বাস, আলমগীর হোসেন, নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস, সালমা বেগম। কুষ্টিয়ার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে নিলীমা বিশ্বাস, জাহিদুল হক, মধুসূদন রায়, জেলা স্কুলে জহুরুল, আবুল হোসেন, আবদুল হান্নান, উৎপল, বেলাল হোসেন, মইনুল হোসেন, আবুল কালাম আজাদ, মুন্সি কামরুজ্জামান, শহীদুল ইসলাম, শ্যামল। চুয়াডাঙ্গায় জিন্তে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে আবদুস সামাদ, হাফিজুর রহমান, পরিমল কুমার পাল, জাহাতুল ফেরদৌস, আশিস কুমার সাহা, আশোক কুমার অধিকারী। চুয়াডাঙ্গা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে রসলাল মণ্ডল, মাসুদুর রহমান, মহসিন আলী, মতিয়ার রহমান, সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে আলোক কুমার সরকার, পলাশ। সাতক্ষীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে আবুল হাসান, বিবেকানন্দ কবিরাজ, মোস্তাফিজুর রহমান, মোয়াশেদ আলম, বাবুল,

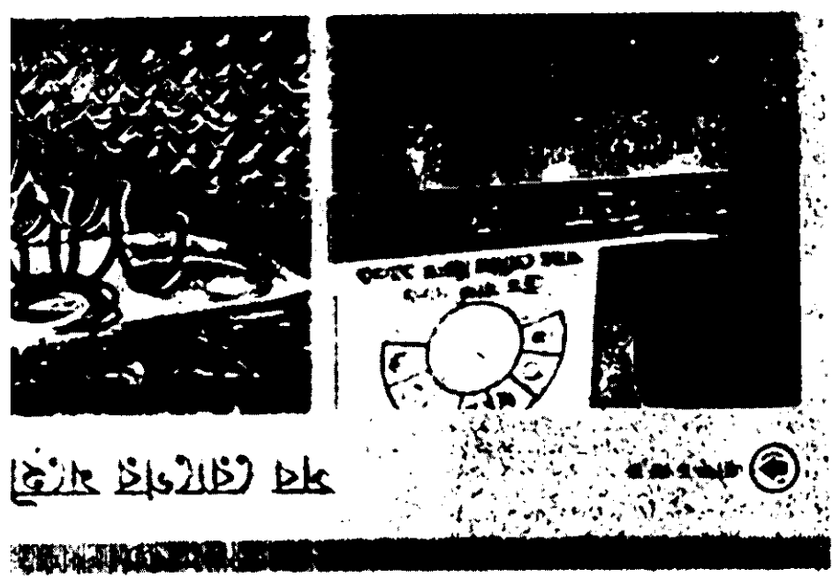

স্বল্পেরও মাঝামাঝি পর্যায়ে। ২০ জানুয়ারি মাধ্যমিক স্তরে ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাধ্যমিক স্তরে উপজেলা ভিত্তিক (পড়ে শিক্ষার্থীর শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয় নির্ধারণ করতে পার মাধ্যমিক স্তরে উপজেলা ভিত্তিক বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন যোগে নিম্ন নেই এবং বিদ্যালয় যে যাবতা তা এরপি (ভৌগোলিক যাবতীয় তথ্য ওয়েবসাইট মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের ওয়েবসাইট যাবতীয় তথ্য দেখা যায়।

হয় তার বিস্তারে। (বেসরকারি হবেনা বিদ্যালয় পড়ে গেলেন। তার নামে কোনো মামলা করলেও দিন না। পেয়ার বাসায় মধ্য মাধ্যমিক (বেসরকারি হবেনা বিস্তারে অর্জিত ফুল প্রতিবেদন পাঠানো হয়। (পেশাদার প্রতিবেদন ওয়েবসাইট) ২৩/১১/১১ তারিখ ৫২৯/১১) গত আগস্ট মাসের দিকে পরীক্ষার সময় বাসায় ওয়েব পাওয়া যায়।